ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-২১৯৮
আগরতলা, ৭ আগস্ট, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

''আয়ুর্বেদিক ওষুধের গুণমান পরীক্ষা করবে কে? দপ্তর তো ঘুমে কাল কাটাচ্ছে,'' এই শিরোনামে স্যন্দন পত্রিকায় গত ৩০ জুলাই, ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত সংবাদটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে, ডেপুটি ড্রাগ কন্ট্রোলার অফিস কার্যালয়ের ইন্সপেক্টিং অফিসার(ড্রাগস)-এর প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো হয়েছে যে,আয়ুর্বেদিক ওষুধের নামে নেশা সৃষ্টিকারী এমন কোনও ওষুধ বিক্রির বিষয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে,ওষুধ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বিষয়টি নিয়ে সর্বদা কঠোর নজরদারি বজায় রেখেছে।সংবাদপত্রে অ্যালোপ্যাথিক নেশা সৃষ্টিকারী ওষুধের উপর নিয়মিত নজরদারি নেই, বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। কারণ, রাজ্যের প্রতিটি এলাকায় সংশ্লিষ্ট ওষুধ পরিদর্শকদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তাঁরা Drugs and Cosmetics Act, 1940 অনুযায়ী তাঁদের নিজ নিজ এলাকার মধ্যে নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

এদিকে, সংবাদপত্রে উল্লিখিত দেশ হার্বাল প্রতিষ্ঠানে ১১আগস্ট, ২০২৩ তারিখে একটি লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পরিদর্শন করা হয় এবং সেই অনুযায়ী একটি অভিযোগ যথাযথ আদালতে দাখিল করা হয়েছে। মাননীয় আদালত প্রমাণের অভাবে মামলা থেকে অব্যাহতি দেন, কারণ প্রতিষ্ঠানটি Drugs and Cosmetics Act, 1940 এর ধারা ১৮ লঙ্ঘন করেনি ।বর্তমানে Drugs and Cosmetics Act, 1940 এবং Drugs Rules, 1945 অনুযায়ী শুধুমাত্র আয়ুর্বেদিক ওষুধ উৎপাদনের জন্য লাইসেন্স প্রয়োজন। খুচরা বা পাইকারি বিক্রয়কারীর জন্য আলাদা কোনও লাইসেন্স প্রয়োজন হয় না।

সংবাদপত্রে রাজ্যের বাজারে অপরীক্ষিত আয়ুর্বেদিক ওষুধে ভরে গেছে, বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তাও সঠিক নয়।আগরতলার স্টেট ড্রাগস টেস্টিং ল্যাবরেটরি কর্তৃক আয়ুর্বেদ, সিদ্ধা এবং ইউনানি ওষুধের উপর সম্পাদিত পরীক্ষার অফিসিয়াল রেকর্ড অনুসারে, ২০২১-২২ অর্থ বছরে প্রাপ্ত আয়ুর্বেদিক ওষুধেরনমুনা সংখ্যা ১৬৪, পরীক্ষা সম্পন্ন আয়ুর্বেদিক ওষুধের নমুনা সংখ্যা ১৩৩, গুণমানসম্পন্ন বলে ঘোষিত আয়ুর্বেদিক ওষুধের নমুনা সংখ্যা ৯৬, মানসম্পন্ন হলেও ভুলভাবে ব্র্যান্ড করা (ওষুধের লেভেলটি নিয়ম অনুসারে নয়) আয়ুর্বেদিক ওষুধের নমুনা সংখ্যা ৩৭, মানসম্পন্ন নয় বলে ঘোষিত আয়ুর্বেদিক ওষুধের নমুনা সংখ্যা শূন্য। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রাপ্ত আয়ুর্বেদিক ওষুধের নমুনা সংখ্যা ১৮২, পরীক্ষা সম্পন্ন আয়ুর্বেদিক ওষুধের নমুনা সংখ্যা ১৬৪, গুণমানসম্পন্ন বলে ঘোষিত আয়ুর্বেদিক ওষুধের নমুনা সংখ্যা ১০২, মানসম্পন্ন হলেও ভুলভাবে ব্র্যান্ড করা(ওষুধের লেভেলটি নিয়ম অনুসারে নয়) আয়ুর্বেদিক ওষুধেরনমুনা সংখ্যা ৬২, মানসম্পন্ন নয় বলে ঘোষিত আয়ুর্বেদিক ওষুধের নমুনা সংখ্যা শূন্য।২০২৩-২৪ অর্থ বছরে প্রাপ্ত আয়ুর্বেদিক ওষুধের নমুনা সংখ্যা ১৮, পরীক্ষা সম্পন্ন আয়ুর্বেদিক ওষুধের নমুনা সংখ্যা ৫৬, গুণমানসম্পন্ন বলে ঘোষিত আয়ুর্বেদিক ওষুধের নমুনা সংখ্যা ৪৯, মানসম্পন্ন হলেও ভুলভাবে ব্র্যান্ড করা (ওষুধের লেভেলটি নিয়ম অনুসারে নয়) আয়ুর্বেদিক নমুনা সংখ্যা ০৭, মানসম্পন্ন নয় বলে ঘোষিত আয়ুর্বেদিক ওষুধের নমুনা সংখ্যা শূন্য।২০২৪-২৫অর্থ বছরথেকে এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত আয়ুর্বেদিক ওষুধের নমুনা সংখ্যা ১৬১, পরীক্ষা সম্পন্ন আয়ুর্বেদিক ওষুধের নমুনা সংখ্যা ১৬১, গুণমানসম্পন্ন বলে ঘোষিত আয়ুর্বেদিক ওষুধের নমুনা সংখ্যা ১২০,মানসম্পন্ন হলেও ভুলভাবে ব্র্যান্ড করা (ওষুধের লেভেলটি নিয়ম অনুসারে নয়) আয়ুর্বেদিক ওষুধের নমুনা সংখ্যা ৪০, মানসম্পন্ন নয় বলে ঘোষিত আয়ুর্বেদিক ওষুধের নমুনা সংখ্যা এক। এর পাশাপাশি, সরকার কর্তৃক ক্রয়কৃত সমস্ত অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের নমুনা বাজার থেকে সংগ্রহ করে তা জরুরী ভিত্তিতে পরীক্ষাও সম্পন্ন করা হয়।

এছাড়াও, তিনি আরও জানিয়েছেন, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের মধ্য থেকে আয়ুর্বেদ, সিদ্ধা এবং ইউনানি-এর অধীনে একজন ইন্ডিপেনডেন্ট লাইসেন্সিং অথোরিটিএবং একজন আয়ুর্বেদিক ইন্সপেক্টর নোটিফিকেশনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে।

****